



47072 - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সংখ্যা কত? তাদের নাম কী কী? স্পষ্ট দলীলসহ জবাব চাই, যখনে হাদীসের নম্বর, বইয়ের নাম ও পৃষ্ঠার নম্বর উল্লেখ থাকবে; যহেতে বিষয়টিনিয়ত অনেকে ভিন্নান্তি আছে।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা হলেন: ১- খাদীজা বনিতা খুযাইলদি, ২- সাওদা বনিতা যাম'আ, ৩- আয়শা বনিতা আবু বকর আস-সদ্দীক, ৪- হাফসা বনিতা উমর, ৫- যাইনাব বনিতা খুযাইমা, ৬- উম্মে সালমা বনিতা আবু উমাইয়া, ৭- জুওয়াইরয়া বনিতুল হারসে, ৮- যাইনাব বনিতা জাহশ, ৯- উম্মে হাবীবাহ বনিতা আবু সুফয়ান ১০- মাইমূনা বনিতুল হারসে, ১১- সাফয়্যা বনিতা হুয়াই ইবনে আখতাব।

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত সমস্ত নারীদেরকে বয়ত করছেন তারা হলেন:

১. খাদীজা বনিতা খুযাইলদি রাদিয়াল্লাহু আনহা

তনি হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁচিশ বছর বয়সে তাকে বয়ত করেন। তনিমারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কাউকে নবীজী বয়ত করেননি। নবীজীর সকল সন্তান খাদীজার ঘর থেকে; ইব্রাহীম ছাড়া।

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহি গ্রন্থে একটি পরিচ্ছদে নাম দিয়েছেন: ‘খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ববাহ ও তাঁর মর্যাদা’। উক্ত পরিচ্ছদে আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন: তনি বলেন: ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী খাদীজার প্রতিযে ঈর্ষা করছি অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি তমেন ঈর্ষা করনি। কেননা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনছি। অথচ আমাকে ববাহ করার আগই তনি ইন্তকাল করছিলেন।’ [হাদীসটি বুখারী (৩৮১৫) বর্ণনা করেন]

২. সাওদা বনিতা যাম'আ ইবনে কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের দশম বছরে তাকে বিবাহ করেন। [ইবনে সাদের 'ত্বাবাকাত' (৮/৫২-৫৩) ও ইবনে কাসীরের 'আল-বদিয়াহ ওয়ান-নহিয়াহ' (৩/১৪৯)]

৩. আয়শো বনিতা আবু বকর আস-সদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। [ইবনে সাদ (৮/৫৮-৫৯)] তিনি বলেন: 'আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন। আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমাকে নিয়ে ঘর করেন।' [হাদীসটি বুখারী (৩৮৯৪) ও মুসলিম (১৪২২) বর্ণনা করেন] বুখারী (৫০৭৭) আরও বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছাড়া অন্য কোনও কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি।

৪. হাফসা বনিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: উমর ইবনুল খাত্তাবের ময়ে হাফসার স্বামী খুনাইস ইবনে হুয়াইফাহ সাহমী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি মদিনায় ইন্তকাল করলে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিধবা হয়ে পড়লেন। উমর বলেন: তখন আমি উসমান ইবনে আফফানর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর কাছে হাফসার কথা উল্লেখ করে তাঁকে বললাম: 'আপনি ইচ্ছা করলে আমি আপনার সঙ্গে হাফসা বনিতা উমরের বিয়ে দিয়ে দেব।' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি।' উমর বলেন: আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে উসমান বললেন: 'আমার মতামত হচ্ছে এখন আমি বিয়ে করব না।' উমর বলেন: এরপর আমি আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম: আপনি ইচ্ছা করলে হাফসা বনিতা উমর-কে আমি আপনার নিকট বিয়ে দেব। আবু বকর চুপ করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি উসমানের চয়েও বেশি দুঃখ পেলোম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে থাকলাম, ইতোমধ্যে হাফসার জন্ম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নজিহে প্রস্তাব দিলেন এবং আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন: 'আমার সঙ্গে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেয়ার কারণে সম্ভবত আপনি মনঃকষ্ট পেয়েছেন।' আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন আবু বকর বললেন: "আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে একটি জনিসিই আমাকে বাধা দিয়েছিল। আর তা হলো: আমি জেনেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিহে হাফসার ব্যাপারে আলোচনা করছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাফসাকে বিয়ে না করতেন তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম।" [হাদীসটি বুখারী (৪০০৫) বর্ণনা করেন]

৫. যাইনাব বনিতা খুযাইমা রাদয়াল্লাহু আনহা

হজিরতরে একত্রিশ মাসরে মাথায় রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বয়ি করেন। [ত্বাবাকাত ইবনে সাদ (৮/১১৫)]

৬. উম্মে সালামাহ বনিত আবু উমাইয়া রাদয়াল্লাহু আনহা

মুসলমি (৯১৮) বর্ণনা করেন: উম্মে সালামা রাদয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: যখন কোন মুসলমি (কোনো ছোট-বড়) বপিদে পড়ে এবং আল্লাহ তা'আলার নরিদশে অনুসারে এ কথাগুলো বলে:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থঃ “আমরা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! আমার বপিদে জন্ম আমাকে নকৌ দনি। আর (এ বপিদে) যা হারিয়েছি আমাকে এর জন্ম উত্তম প্রতস্থাপন দান করুন।” আল্লাহ তাকে তার এ বপিদে সওয়াব দান করেন এবং এর উত্তম প্রতস্থাপন দান করেন। উম্মে সালামা (রাদয়াল্লাহু আনহা) বলেন: ‘যখন আবু সালামা মারা গেলেন তখন আমি সে দোয়াটি বললাম যত্নে বলার জন্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদর্শে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ আমাকে আবু সালামার চয়ে উত্তম প্রতস্থাপন হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে: যখন আবু সালামা মারা গেলেন তখন আমি বললাম: ‘আবু সালামা থেকে উত্তম কৈ থাকতে পারে; যনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী? পরবর্তীতে আল্লাহ আমার অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি দোয়াটি পড়লাম। উম্মে সালামা বলেন: এরপর আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বয়ি করলাম।’

৭- জুওয়াইরিয়া বনিতুল হারসে রাদয়াল্লাহু আনহা

বনুল মুস্তালকি যুদ্ধে তিনি মুসলমিদরে হাতে বন্দী হন। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ‘মুকাতাবা’ পদ্ধতিতে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্ম অর্থ পরিশোধে সাহায্য চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুকাতাবার অর্থ পরিশোধ ও তাকে বয়ি করার প্রস্তাব দেন। এতে জুওয়াইরিয়া রাজী হয়ে যান। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বয়ি করেন এবং মুক্তপিণ পরিশোধই ছিল তার বয়ির মোহরানা। লোকেরা যখন এটা জানতে পারল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুরালয়ে সম্মানে তাদের হাতে থাকা বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিল। ফলে তার গণত্বরে জন্ম তার মত বরকতময় এমন আর কোনও নারী ছিল না। [ইবনে ইসহাক হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেন। সীরাতে ইবনে হশাম (৩/৪০৮-৪০৯)]

৮- যাইনাব বনিতা জাহশ রাদয়াল্লাহু আনহা

তার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

“অতঃপর যায়দে যখন তার সাথে (স্ত্রী যাইনাবের সাথে) সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম; যাত (ভবষ্যতে) পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদের ব্যাপারে (তাদের বিয়ে করত) মুমনিদের কোনও বাধা না থাকে।” [সূরা আহযাব: ৩৭]

তিনি এটি নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য স্ত্রীদের উপর গর্ব করে বলতেন: “তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের বিয়ে দিয়েছে। আর আমাকে আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপর থেকে বিয়ে দিয়েছেন।” [হাদীসটি বুখারী (৭৪২০) বর্ণনা করছেন]

৯. উম্মে হাবীবা বনিতা আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

আবু দাউদ (২১০৭) বর্ণনা করেন: উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের স্ত্রী। হাবশায় উবাইদুল্লাহ মারা যান। নাজ্জাশী তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাকে ববাহ দেন। নবীজীর পক্ষ থেকে তিনি উম্মে হাবীবাকে চার হাজার দরিহাম মোহরানা প্রদান করেন এবং শুরাহবলি ইবনে হাসানাহর সাথে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দেন। [হাদীসটি শাইখ আলবানী সহহি বলে গণ্য করেন]

১০. মাইমূনা বনিতুল হারসে রাদিয়াল্লাহু আনহা

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামরত অবস্থায় মাইমূনাকে ববাহ করছেন। [হাদীসটি বুখারী (১৮৩৭) ও মুসলিম (১৪১০) বর্ণনা করেন]

‘ইহরামরত অবস্থায়’ কথাটি প্রমাদ। সঠিক হলো তিনি কাযা উমরা থেকে হালাল হওয়ার পর তাকে ববাহ করছেন।

দখুন: যাদুল মা’আদ (১/১১৩), ফাতহুল বারী (হাদীস নং: ৫১১৪)।

১১. সাফিয়্যা বনিতা হুয়াই ইবনে আখ্‌তাব রাদিয়াল্লাহু আনহা

খাইবার যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। [হাদীসটি বুখারী (৩৭১) বর্ণনা করেন]

এরা হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি ঘর সংসার করছেন। এদের মধ্যে দুইজন নবী



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মারা যান। তারা হলেন: খাদীজা ও যাইনাব বনিতা খুযাইমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। আর তিনি নয় জন স্ত্রী রেখে মারা যান, যে ব্যাপারে আলমেদরে মধ্যে কোনও দ্বিমিত নাই।[দখুন: যাদুল মা'আদ (১/১০৫-১১৪)]

কউে কউে বলেন: তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আরও ছিলেন রায়হানা বনিতা আমর আন-নাদবরযিয়া; মতান্তরে আল-কুরাযযিয়াহ। বনু কুরাইযার যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের জন্য বাছাই করেন। এরপর তাকে মুক্ত করে বয়ী করেন। এরপর তাকে এক তালাক দেন। পরবর্তীতে আবার ফরিয়ী নেন।[ওয়াকদীর সূত্রে ইবনে সাদ (৮/১৩০)]

কউে কউে বলেন: বরং রায়হানা তার দাসী ছিল। মালকিনাভুক্ত দাসী হওয়ার কারণে তিনি তার সাথে সহবাস করতেন। ইবনুল কাইয়মি যাদুল মা'আদ গ্রন্থে এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।